ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী সেবা সহজীকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেবা/ অফিস ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

খুলনা আঞ্চলিক দপ্তরের উদ্ভাবনী কার্যক্রম অংশ হিসেবে বিভাগীয় জাদুঘরের প্রতিরক্ষা মূলক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভিজিটর আইডি কার্ডের প্রচলন করে সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ভূমিকা: ভিজিটর আইডি কার্ড জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের পরিচয় সনাক্ত করে। এই ব্যবস্থাপনা জাদুঘরে প্রতিরক্ষা মূলক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার মাধ্যমে জাদুঘরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মীদের নিরাপত্তা এবং জাদুঘরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভিজিটর আইডির গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ভিজিটর আইডি কার্ড কেন?

প্রত্নতাত্ত্বিকসহ সকল জাদুঘরের নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়াতে তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব নিরাপত্তা পরিকল্পনা রয়েছে। জাদুঘরে আগত অবাঞ্চিত দর্শক ও বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে এখানে দায়িত্ব পালনরত নিরাপত্তা রক্ষীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক জাদুঘর, অফিস সহ অডিটোরিয়াম পরিদর্শন করে থাকে। তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করে গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা, সনাক্ত করা এবং নানামুখী প্রবেশের প্রয়োজনিয়তা সনাক্ত করে গন্তব্য নিশ্চিত করা নিরাপত্তা রক্ষীদের অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব।

ভিজিটর আইডি কার্ডের যৌক্তিকতা:

শুধু মাত্র টিকেটের উপর নির্ভর করে জাদুঘর কর্মীদের পক্ষে দর্শনার্থী সনাক্ত করার কাজটি অনেক ক্ষেত্রেই জটিল ও কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরনের লক্ষে ভিজিটর আইডি জাদুঘর পরিদর্শনকারী দর্শনার্থীদের নিশ্চিত গন্তব্য নির্ধারণের বিষয়টি সহজ করে জাদুঘর পরিদর্শন কাজকে যেমন একদিকে সহজতর করে থাকে অন্যদিকে উদ্ভাবনী এই উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের সময় সাশ্রয়ের মাধ্যমে শ্রমের অপচয় রোধ করে।

ভিজিটর আইডি কার্ড প্রচলন এর উদ্বোধন করেন আঞ্চলিক পরিচালক

ভিজিটর আইডি কার্ড প্রচলন এর উদ্বোধন করেন আঞ্চলিক পরিচালক

ভিজিটর আইডি কার্ড এর সুবিধা :

✡ জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে সহজতর করে।

✡এই আইডি ব্যবহারের মাধ্যমে জাদুঘর পরিদর্শনকারী ভিজিটরদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জাদুঘরে প্রদর্শিত প্রত্নবস্তুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজকে সহজতর করে।

✡পাশাপাশি কিউ আর কোড প্রযুক্তি ব্যবহার করে দর্শনার্থীরা জাদুঘরের প্রদর্শিত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ও সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ধারনা লাভ করতে পারবেন।

✡ জাদুঘরের দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এই ভিজিটর আইডি-কার্ড জাদুঘরে দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণ (Visitor Control) ভূমিকা পালনের পাশাপাশি প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

✡ বহিরাগত দর্শকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি জাদুঘরের সংবেদনশীল এলাকাকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখাতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে।

✡ জাদুঘর প্রাঙ্গানে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের একটি সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধি এই লক্ষ্য অর্জনে মূল ভূমিকা পালন করে।

ভিজিটর আইডি কার্ড পরিহিত দর্শনার্থী

ভিজিটর আইডি কার্ড পরিহিত দর্শনার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন

ভিজিটর আইডি কার্ড পরিহিত দর্শনার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন

ভিজিটর আইডি কার্ড পরিহিত দর্শনার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন

✪ ইতিবাচক ধারণা তৈরি:

দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা দর্শকদের চমৎকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পাশাপাশি জাদুঘর পরিদর্শনে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে জাদুঘর এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি চমৎকার ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে সক্ষম।

✡ স্ট্রীমলাইনড চেক-ইন পর্বে অপেক্ষার সময় কমিয়ে সামগ্রিক ভালো দর্শক অভিজ্ঞতায় অবদান রাখে।

✪ জরুরী পরিস্থিতিতে:

ভিজিটর আইডি যে কোন জরুরী পরিস্থিতি ভূমিকম্প/ অগ্নি দুর্ঘটনায় জাদুঘরে পরিদর্শনরত দর্শনার্থীদের দ্রুত সনাক্ত করতে পারে। তাছাড়া কার্যকরী স্থানান্তর প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং প্রত্যেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

✪ ম্যানুয়াল কাজের চাপ হ্রাস করে:

প্রশাসনিক বোঝা কমিয়ে স্বয়ংক্রিয় পরিদর্শক নিবন্ধন এবং চেক-ইন প্রক্রিয়াগুলি জাদুঘর পরিচারক, অভ্যর্থনাকারী এবং প্রশাসনিক কর্মীদের ম্যানুয়াল কাজের চাপ হ্রাস করে।

✪ কৌশলগত নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন সহজতর করে:

এটি নিরাপত্তা রক্ষী, জাদুঘর কর্মীদের কৌশলগত নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন সহজতর করে। সঠিক সময় এবং উপস্থিত কর্মীদের চেক-ইন এবং চেক-আউট পদ্ধতি প্রয়োগ করে জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের প্রবেশ এবং প্রস্থানের রেকর্ড সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারে।

✪ প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ইমেজ তৈরি:

এটি একটি প্রতিষ্ঠানের ইমেজকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

✪ নিরাপদ কর্ম পরিবেশে সৃষ্টি:

এই ব্যবস্থা জাদুঘর ও অফিসের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করে।

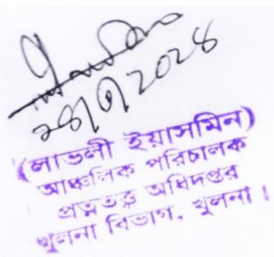

প্রসেস ম্যাপ

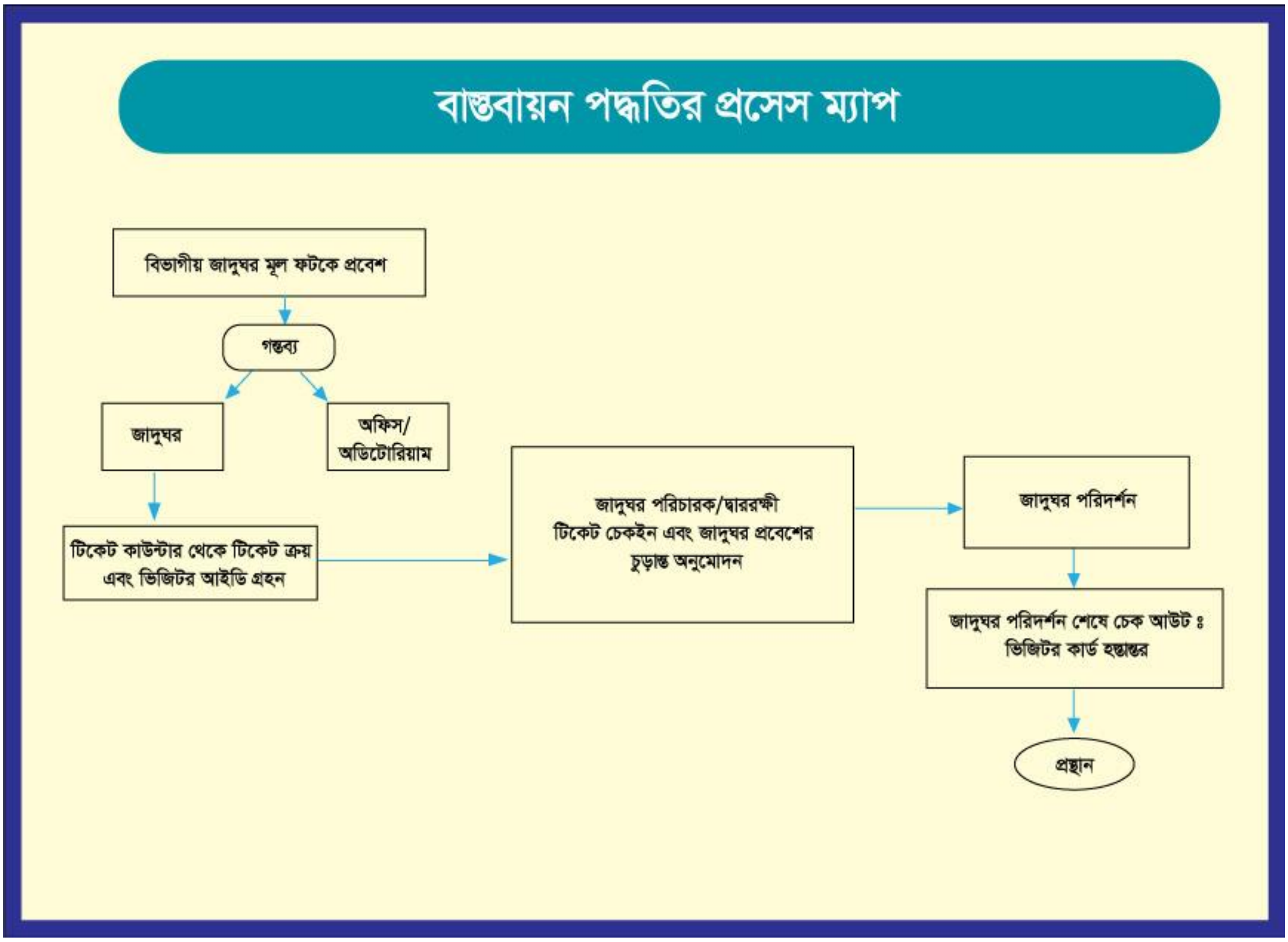
বাস্তবায়ন পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ
বিভাগীয় জাদুঘর মূল ফটকে প্রবেশ
গন্তব্য
জাদুঘর
অফিস/ অডিটোরিয়াম
টিকেট কাউন্টার থেকে টিকেট ক্রয় এবং ভিজিটর আইডি গ্রহন
জাদুঘর পরিচারক/দ্বাররক্ষী টিকেট চেকইন এবং জাদুঘর প্রবেশের চূড়ান্ত অনুমোদন
জাদুঘর পরিদর্শন
জাদুঘর পরিদর্শন শেষে চেক আউট ঃ ভিজিটর কার্ড হস্তান্তর
প্রস্থান

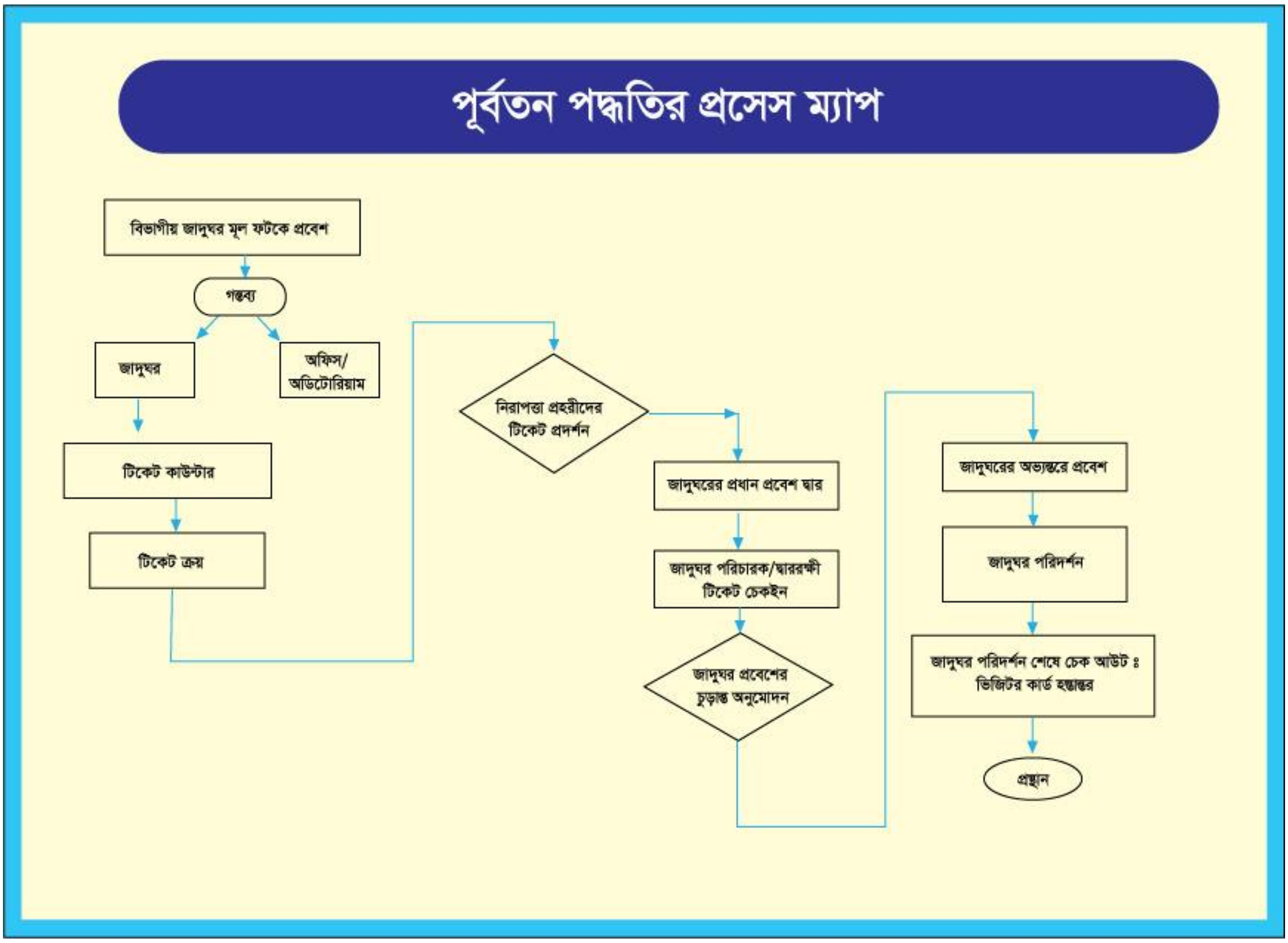
পূর্বতন পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ
বিভাগীয় জাদুঘর মূল ফটকে প্রবেশ
গন্তব্য
জাদুঘর
অফিস/ অডিটোরিয়াম
টিকেট কাউন্টার
টিকেট ক্রয়
নিরাপত্তা প্রহরীদের টিকেট প্রদর্শন
জাদুঘরের প্রধান প্রবেশ দ্বার
জাদুঘর পরিচারক/দ্বাররক্ষী টিকেট চেকইন
জাদুঘর প্রবেশের চূড়ান্ত অনুমোদন
জাদুঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ
জাদুঘর পরিদর্শন
জাদুঘর পরিদর্শন শেষে চেক আউট ঃ ভিজিটর কার্ড হস্তান্তর
প্রস্থান

TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে পূর্বতন ও বাস্তবায়িত পদ্ধতির তুলনা:

	পূর্বতন পদ্ধতির সমস্যা	**বাস্তবায়িত পদ্ধতির সুফল**
সময় (দিন/ঘন্টা)	ন্যূনতম ১০-১৫ মিনিট	সর্বোচ্চ ০৫ মিনিট
সময়ের অপচয়	একাধিক স্থানে টিকিট প্রদর্শন নিরাপত্তা প্রহরীদের গন্তব্য নিশ্চিত করতে সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে সময় ক্ষেপন।	উদ্ভাবিত ভিজিটর আইডি ম্যানুয়ালি টিকিট চেকিং এর ভোগান্তি থেকে রেহাই এবং গন্তব্য নির্ধারণে ত্বরিৎ ও কার্যকর ভূমিকা পালন।
ধাপ	১০	০৫
জনবল	একাধিক	অত্যাবশ্যকীয় নিরাপত্তা প্রহরী/ জাদুঘর পরিচারক

বর্তমান অবস্থা:

ইতোপূর্বে সমগ্র ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ৫ ধাপে সম্পন্ন হতো এবং বর্তমানে সেবা কার্যক্রমটি ৩ ধাপে নিষ্পন্ন করা হয়।

ক্রমিক নম্বর	**পূর্বতন পদ্ধতির সমস্যা**	**বাস্তবায়িত পদ্ধতির সুফল**
১.	পূর্বতন ব্যবস্থায় স্ট্রীমলাইনড চেক-ইন ব্যবস্থার সময়ে জরুরী পরিস্থিতিতে দর্শনার্থীদের চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থা ছিলনা।	স্ট্রীমলাইনড চেক-ইন সময়ে অপেক্ষার সময় কমিয়ে সামগ্রিক ভালো দর্শক অভিজ্ঞতায় অবদান রাখে।
২.	জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করনের কোন ব্যবস্থা ছিল না।	জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে সহজতর করে।
৩.	জাদুঘর পরিদর্শনকারী ভিজিটরদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না।	এই আইডি ব্যবহারের মাধ্যমে জাদুঘর পরিদর্শনকারী ভিজিটরদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জাদুঘরে প্রদর্শিত প্রত্নবস্তুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজকে সহজতর করে।
৪.	কিউ আর কোর্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করে দর্শনার্থীরা জাদুঘরের প্রদর্শিত বিভিন্ন কার্যক্রম সেবা সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না।	কিউ আর কোর্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করে দর্শনার্থীরা জাদুঘরের প্রদর্শিত বিভিন্ন কার্যক্রম সেবা সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে দর্শনার্থীরা তাৎক্ষণিক ধারনা লাভ করতে পারবেন।
৫.	অবাঞ্ছিত দর্শকদের সনাক্ত করা সম্ভব ছিল না।	ভিজিটর আইডি কার্ড এর মাধ্যমে নিরাপত্তা রক্ষীদের পক্ষে অবাঞ্ছিত দর্শকদের সনাক্ত করে অনুপ্রবেশকারীদের পরিচয় যাচাই করার মাধ্যমে সংবেদনশীল এলাকার জন্য একটি নিরাপদ, নির্ভর যোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে।
৬.	জরুরী পরিস্থিতিতে জাদুঘর পরিদর্শনকারী দর্শক চিহ্নিত করা যেত না।	জরুরী পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক (ভূমিকম্প/ অগ্নি দুর্ঘটনায়) অনুমোদিত দর্শক চিহ্নিত করা যায়।
৭.	ম্যানুয়াল কাজের চাপ বেশি ছিল	ম্যানুয়াল কাজের চাপ অনেকাংশে হ্রাস করে।
৮.	কৌশলগত নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে জটিলতা ছিল	কৌশলগত নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন সহজতর করছে।

২৮/৭/২০২৪

(লাভলী ইয়াসমিন)
আঞ্চলিক পরিচালক
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ, খুলনা।